দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 SEP 1993

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা কেন বিদেশে যাচ্ছে?

তর্ক হচ্ছিলো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'এই দেশে ছেলে-মেয়েদেরকে পড়াবো না। বড়টাকে পাঠিয়ে দিয়েছি বাইরে। ছোটটা ম্যাট্রিক পাস করলেই আর কোথাও না হোক, ভারতে পাঠিয়ে দেব। টাকা-পয়সা খরচ হবে। হোক। তবুও শান্তিতে তো থাকতে পারবো।'

কথা কেড়ে নিয়ে অন্য একজন বললেন, দেখেন না কেমন ছেলেখেলা ব্যাপার। একবার শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা হল। দুই বছরের মাথায় তার পরিবর্তন। আরে বাবা, এ তো আর আলু-পটলের ব্যবসা নয় যে, এই ব্যবসা না পোষালে অন্য ব্যবসায় নামা যাবে। শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করবি, তার আগে ভেবে দেখবি না কতটা কার্যকর হবে এই পদ্ধতি।

অন্য একজন মাথা বাড়িয়ে বললেন, পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না ভাই। যার সামর্থ্য আছে তাদের উচিত ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সময়মত তাদেরকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

এই কথার রেশ ধরে সাথে সাথেই অন্য একজন বললেন, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে হারে সংঘর্ষ হচ্ছে একদিন দেখবেন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা দেশেই থাকতে চাইবে না।

সেদিন বোধ হয় বেশী দূরে নয়। বর্তমান সময়ে দেশের প্রায় এক লক্ষ তরুণ ছাত্র-ছাত্রী বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতেই গেছে এর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী। একটি সূত্রের মতে, ভারতের বিশ্বভারতী, আলিগড়, কোলকাতা, দিল্লী, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ হাজারেরও বেশী বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, পাকিস্তান, রাশিয়া, পোল্যান্ডসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করছে।

কেন আমাদের মেধাবী ছেলে-মেয়েরা বিদেশে যাচ্ছে? এর নানান কারণ বিদ্যমান। সবচেয়ে প্রথম এবং প্রধান কারণ হ'ল সন্ত্রাস। আমাদের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই সন্ত্রাসী তৎপরতায় আক্রান্ত। আর তাই ছেলে-মেয়েদেরকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে পিতা-মাতাদের অনীহা। দ্বিতীয়ত সন্ত্রাসের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। আর তাই দেখা দেয় সেশনজট। সেশনজটের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছেলে-মেয়েরা বিদেশমুখী হচ্ছে। তৃতীয়তঃ লেখাপড়ার পরিবেশ নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। একজন অভিভাবক বললেন, আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা ইংরেজী ভাষাকে দূরে ঠেলে দিয়েছি। অথচ ইংরেজী শিক্ষার কত প্রয়োজন তা যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রেই বোঝা যায়। ইদানীং অনেক নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাক-শিক্ষিকামন্ডলীরও কেউ কেউ ভালোভাবে ইংরেজী ভাষা বোঝাতে পারেন না। ফলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁদের দুর্বলতা ধরা পড়ে। বিষয়টি উপলব্ধি করে বাবা-মাদের অনেকেই নিজ সন্তানকে বিদেশে পড়ানোর জন্য সুযোগ খোঁজেন। চতুর্থতঃ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির চাপের কথা চিন্তা করেই অনেকে বিদেশে পড়াশুনার জন্য চলে যায়। বিদেশে আমদের ছেলে-মেয়েরা পড়তে যাওয়ায় আমাদের কি ক্ষতি হচ্ছে? এই প্রশ্ন অনেকের মনে আসা স্বাভাবিক। বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা যাক। প্রথমত আমাদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশে পড়তে যাওয়ার কারণে মুদ্রা পাচার হচ্ছে। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, পাশের দেশ ভারতে আমাদের যেসব ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করছে তাদের বার্ষিক খরচ ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকা। অর্থাৎ আমাদের ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী যদি ভারতে পড়াশুনা করতে গিয়ে থাকে তাহলে বছরে ২ শত কোটিরও অধিক টাকা ভারতে খরচ হচ্ছে। এ তো গেল ভারতের কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর জনপ্রতি ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে খরচ হয় ৪ থেকে ৮ লক্ষ টাকা। সার্বিকভাবে হিসাব করলে হয়তো একটি ভয়াবহ চিত্র চোখের সামনে উপস্থিত হবে। দ্বিতীয়ত আমাদের তরুণদের মেধা পাচার হচ্ছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই বিদেশ থেকে ফিরে আসতে চায় না। অনেকে বিদেশেই চাকরি খুঁজে নেয়। তাছাড়া দীর্ঘদিন বিদেশের মাটিতে থাকার কারণে দেশের আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠান ভুলে যায় অনেকে। সব চাইতে বড় কথা, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান থেকে দেশ বঞ্চিত হয়। আমাদের কি করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার তাহলো শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ। সরকার, বিরোধীদলসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সন্ত্রাসী তৎপরতা কমছে না, বরং সাম্প্রতিক সময়ে এই তৎপরতা বেড়েছে। গত এক মাসে সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ হয়েছে ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসা, দিনাজপুরের হাজী দানেশ কলেজসহ মোট ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সংঘর্ষ হয়েছে মোট ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অথচ পাশের দেশ ভারতের চিত্র একেবারেই আলাদা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন সন্ত্রাসী তৎপরতা নেই। আমাদের দেশে সামান্য রাজনৈতিক বিষয়ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উত্তেজিত করে। রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী সফল করার জন্য ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়। ভারতে বাবরী মসজিদের মত স্পর্শকাতর ঘটনা ঘটলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এর সামান্যতম প্রভাব পড়েনি। কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের একদল শিক্ষার্থী গিয়েছিলেন ভারতে শিক্ষা সফরে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাঁদের মতবিনিময় হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভিন্ন পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার রয়েছেন। তাঁরা পত্রিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নন। কারণ মাসে দেড়-মাসে কোন অনুষ্ঠান অথবা সেমিনারের খবর নিয়ে তারা যান পত্রিকা অফিসে। আর আমাদের ঢাকার কাগজে একজন বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। প্রতিদিনই তাঁকে পত্রিকা অফিসে আসতে হয়। সন্ত্রাস নির্মূলের পাশাপাশি সেশন-জট দূর করা জরুরী। ৩ বছরের অনার্স কোর্স ৩ বছরেই শেষ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন জরুরী। মাতৃভাষার পাশা-পাশি ইংরেজী ভাষার প্রতিও জোর দিতে হবে।

আর একটি বিষয় নিশ্চিত করা জরুরী। তাহলো মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর যোগ্য সম্মান। একজন মেধাবী তরুণকে সম্মান দিতে হবে ক্লাসে, ক্যাম্পাসে, আড্ডায়। তাকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

—ইত্তেফাক

একটি বিষয় নিশ্চিত করা জরুরী তাহলো মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর যোগ্য সম্মান একজন মেধাবী তরুণকে সম্মান দিতে হবে ক্লাসে, ক্যাম্পাসে, আড্ডায়। তাকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

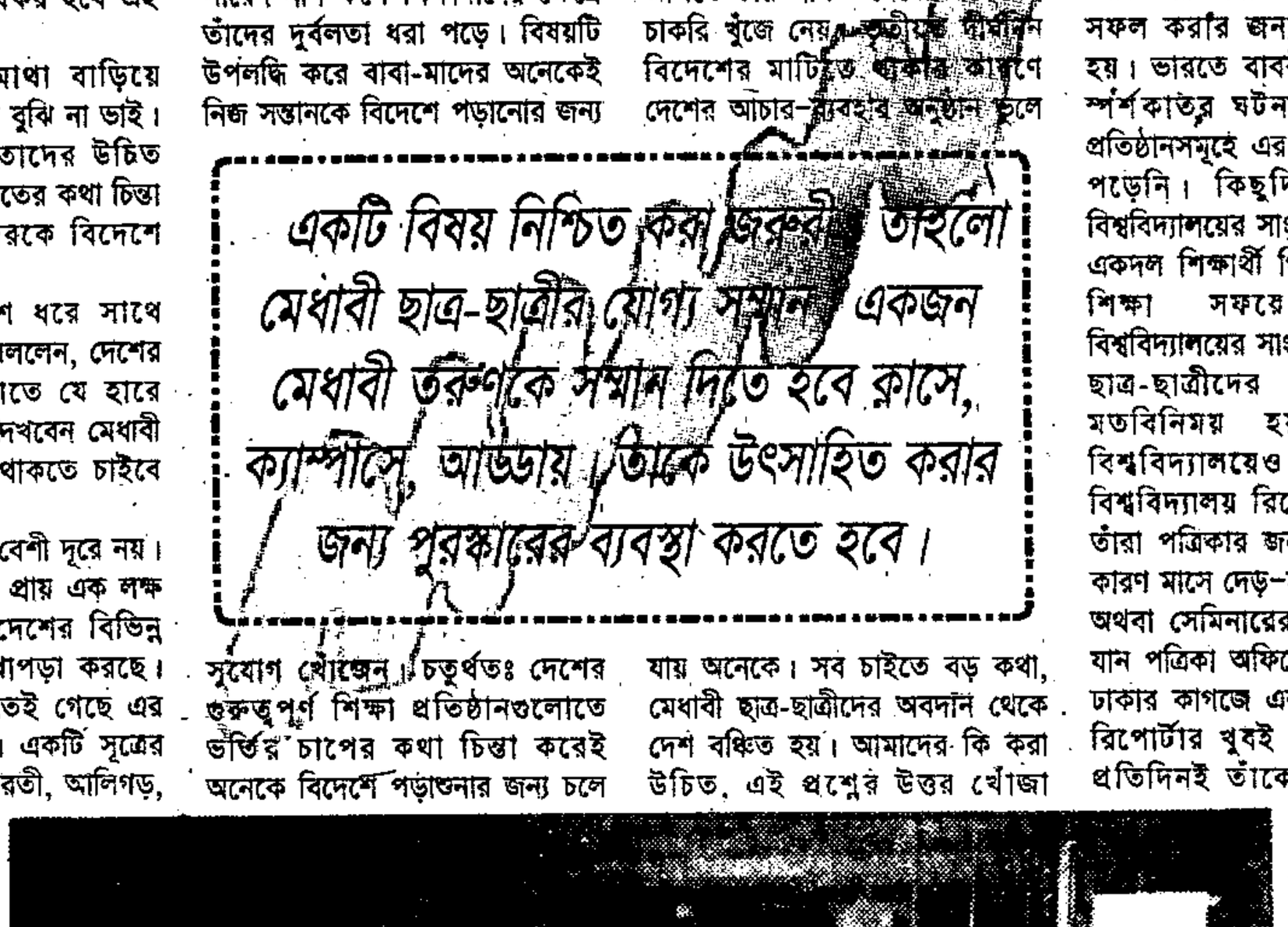

জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একদল বাংলাদেশী ছাত্র- ছাত্রী

❑ রেজানুর রহমান